স্মৃতির পরশ

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥স্মৃতির পরশ॥

‘শান্তিনিকেতন’, আর ‘শান্তিধাম’—এক বীরভুঁইয়ে, আর এক রাঁচিতে। এই দুটি জায়গা গুটিকতক দিনের সঙ্গে আমার মনে জড়িয়ে আছে।

পর্বত-শিখরে একগাছি মালতী মালার মতো জড়ানো ‘শান্তিধাম’, আর উদয়াস্ত দিক্‌চক্রবাল স্পর্শ করে শান্তিনিকেতনের অবাধ উদার প্রান্তর—এ একভাবে মনকে টানে, ও একভাবে মনকে টানে। ঘর এবং বাহির এই দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে দুটি জায়গা মধুর হয়েছে আমার কাছে। শান্তিধামে ঘরের একটি মানুষের হাসিমুখ দুঃখ ভুলিয়ে দিলে, শান্তিনিকেতনের ঘর-বাহির দুয়ের স্পর্শে এক হয়ে প্রাণে লাগল; ‘শান্তিধাম’—তার একটি মানুষ, একটি হরিণ, একটি ময়ূর নিয়ে বিচিত্র হল আমার কাছে, আর শান্তিনিকেতন তার অনেক মানুষ অনেক কর্ম অনেক বিচিত্রতা নিয়ে একটি ঘরের মতো ঘিরে ধরল আমাকে। দুটি জায়গা স্বতন্ত্র হলেও শান্তির মধ্যে দু জায়গাতেই ডুব দিয়ে ঘিরল মন।

শান্তিধামে গিয়ে দেখলাম, আমার পিতৃব্য (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমি যা ভালবাসি তাই নিয়ে বসে আছেন—পাহাড়, পাহাড়ের উপর মন্দির, সেখানে হরিণ রয়েছে, পর্বতের একটি গুহা রয়েছে—যেখানে চুপটি করে সারাদিন বসে থাকি, ঘর রয়েছে পাহাড়ের উপর, সেখানে ছবি আছে গান আছে, ঘরের ধারে বাঁধানো গাছতলা আছে। ঘরে রয়েছেন যাঁকে ভালোবাসি যাঁদের ভালোবাসি সেই-সব আপনার লোক! চাকর-বাকর কর্তাবাবুর এতটুকু ভাই-পো বলেই আমাকে দেখে, অচেনা একজন বয়স্থ বাবু বলে মনেই করে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তারা কর্তাবাবুর পোষা হরিণ দেখায়। পাখি দেখায়, নদী দেখায়, মাঠ দেখায়, ফলের গাছ দেখায়, ফুলের তোরা বানিয়ে দেয়। তাদের দেখে বোধ হয়, তাদের চোখের দৃষ্টিতে আমার বয়সের অনেকখানি আমায় ছেড়ে পালায়, মনে হয় আমি যেন ছোটো ছেলে, কোনো-একটা স্কুলের ছুটিতে ঘরে ফিরেছি। দুষ্ট ছেলে পাছে পাহাড়ে দৌড়ে উঠতে পড়ে যাই, দুই বেলা কাকামশায় সাবধান করেন। আস্তে উঠো পাহাড়ে। ছবি আঁকা শেখা হচ্ছে কেমন! কাজকর্ম ঠিক করছি কিনা এও বার বার প্রশ্ন হত। ও জায়গাটা ভালো, ওখানে বেড়িয়ে এসো, মস্ত একটা মন্দির দেখবে, ওই ও-দিকে মস্ত একটা রাজার বাড়ি আছে, বুড়ো রাজার মস্ত দাড়ি, সে হুঁকো খায়; ও পাশটায় যেয়ো না জায়গা ভালো নয়, রাতে ও পাহাড়টার কাছে বাঘ আসে—এমনি ছোটোছেলের মতো আমায় ডেকে কথাবার্তা। বয়স ভুলিয়ে দেয় এমন আদর, জীবনের ক্লান্তি মিটিয়ে দেয় এমন বাতাস আর আলোর মধ্যে আমার পিতৃব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি মনে এখনো জড়িয়ে আছে।

শান্তিনিকেতন—সেখানেও এমনি আয়োজন আমার জন্যে—পথ চলতে বয়েসটা ধুলো হয়ে হাওয়াতে উড়ে পালায়, হরিণের বদলে ছুটে আসে হরিণচোখ ছোটো ছোটো ছেলেরা—আমার ছাতা কেড়ে নেয়, লাঠি ধরে টানাটানি করে, নিয়ে চলে আম-বাগানের মধ্যে দিয়ে শালগাছের-বেড়া-ঘেরা ছোটো ছোটো ঘরের মধ্যে—

BANGLADARSHAN.COM

সেখানে ছবি আছে, গান আছে, হাসি আছে, গল্প আছে ছেলেতে বুড়োতে নয়—ছেলের সংগে আর-একজনের—স্কুলের ছুটি-পাওয়া ঘরে ফেরতার। মা বসে আছেন সেখানে—ঠিক সময়ে খাবার ঠিক সময়ে স্নান না করলে চাকর ছোটে মাঠের থেকে আমায় ধরে আনতে। শুকনো নদীতে নুড়ি কোড়াব সে কত, চাঁদনী রাতে ছাতে বসে রূপকথা, তাও শেষ হয় না। ওস্তাদজীকে ধরি, ওস্তাদজী গান গান্—অমনি ওস্তাদজী তানপুরো নিয়ে বসেন, মাস্টারমশায় দরজার পাশ দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে যান, ভয় হয় বুঝি বলে দেবেন! পুরোনো চাকর এসে বলে কর্তাবাবু ডেকেছেন। কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে সেখানে ভালোমানুষটি হয়ে গিয়ে বসতে হয়, বাড়ির খবর দিতে হয়, কে কী করছে কেমন আছে, তন্ন তন্ন খবর, তারপর বউ-ঠাকরুন থালা সাজিয়ে জল খেতে ডাকেন। এর উপরে আবার পাঠশালার গুরুমশাই হয়ে খেলা, সুরুল গাঁয়ে গিয়ে চাষি চাষি খেলা—তরকারি তোলা, ফল পাড়া! গাছের উপরে ঘর আছে, সেখানে কাঠবেড়ালের মতো ওঠা-নামা, দাওয়ায় বসে তেপান্তরের মাঠের দিকে চেয়ে, যেমন ছেলেবেলায়, তেমনি আজও মাদুরে পড়ে থাকা, গুরুপত্নীর ঘরে ঘরে খেয়ে বেড়ানো। শহর-ছাড়া গ্রাম-ছাড়া রাঙামাটির পথে বাঁশি বাজছে কোন্‌খানে, খুঁজে খুঁজে বাঁশিওয়ালাকে গিয়ে ধরা। দিক্‌বিদিক বিস্তৃত শান্তিনিকেতনের উপর প্রসারের মধ্যে আপন-পর—দুয়ের সঙ্গে সুখে থাকা শান্তিতে থাকা। এই দুটি পরশ এখনো অনুভব করছে মন, শান্তিধামের পরশ আর শান্তিনিকেতনের পরশ।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥